মাচ (Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry) বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্প যা আমেরিকান সাহায্য সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত ১৯৯৮ সাল থেকে মাচ প্রকল্প -এর সহযোগী সংগঠন সমূহ (উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ এবং কারিতাস বাংলাদেশ) এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনটি বৃহৎ জলাভূমি (শ্রীমঙ্গলের হাইলহাওড়, তুরাগ বংশী নদী এবং কালিয়াকৈর জলাভূমি এলাকা এবং শেরপুরের কংসমালিঝি অববাহিকা) অঞ্চলে জলাভূমির সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি করা বর্ষা মৌসুমে এই জলাভূমিগুলো প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকে এবং শুকনো মৌসুমে তা প্রায় ১০০টির অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয় ১১০টি গ্রামে বসবাসকারী ১,৮৪,০০০ এর উপর লোক এই প্রকল্পের সাথে সরাসরি জড়িত

সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা:
বাংলাদেশে জলাভূমির অধোগতি প্রতিরোধের উপায়

সফল সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জলাভূমির টেকসই অবস্থা নিশ্চিত করা, মৎস্যের উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা এবং সম্পদ ব্যবহারকারীসহ অন্যান্য সংশি ষ্টব্যক্তিদের চাহিদা পূরণ করবে এমন ব্যবস্থা চালু করা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক ও দাতাসংস্থাসহ বাইরের অন্যান্য ব্যক্তিদের মূখ্য ভূমিকা রয়েছে জলাভূমির সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ নীতি অবশ্যই জনগণের অংশগ্রহণভিত্তিক হওয়া দরকার এবং জলাভূমি সংলগ্ন জলঝারিকার (watershed) আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোও যেন অন্তর্ভূক্ত থাকে সে ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রকল্প কর্তৃক অর্জিত অভিজ্ঞতা উৎকৃষ্ট অনুশীলনগুলি ব্যাপক ভাবে কাজে লাগাতে হবে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করতে গিয়ে মাচ প্রকল্পের আওতায় বিগত সাত বছরে যে-সব কৌশল প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়েছে এই পলিসি ব্রিফ সে-সব অভিজ্ঞতার সংকলন মাত্র

পটভূমি

সম্পদের টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে "উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া" (Top Down) কৌশল প্রয়োগের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উত্তরণের উপায় হিসাবে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা, (এখানে মূলত জমি, পানি এবং মৎস্যসম্পদ) ব্যবহার এবং তার মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের সম্পৃক্তার উপর জোর দেয়া হয়

বাংলাদেশের ক্রমবিলীয়মান মৎস্য ক্ষেত্র এবং জলাভূমির পরিবেশের অবনতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মাচ প্রকল্পের আওতায় উপরোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় অব্যাহত চাপ এবং কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনার কারণে মৎস্য সম্পদের ক্রমাবনতি হয়েছে, যার একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে গরীব জনগোষ্ঠীর উপরে এই জন্য যে, তারা সকলের জন্য উন্মুক্ত সম্পদ ভোগ করতে পারে না অপর দিকে জলাভূমিগুলোতে জীববৈচিত্রও হ্রাস পেয়েছে এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণ, স্থানীয় সরকার এবং সর্বোপরি নীতিপ্রণেতাদের কাছে প্রমাণ করা যে, বাংলাদেশের জলাভূমি ব্যবস্থাপনা (যার অর্ন্তভূক্ত সকল প াবনভূমিও এর আশেপাশের জলঝারিকা) এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা একটি কার্যকর পদ্ধত্রি "সমাজ" বা "কমিউনিটি" বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, কোনো একটি অঞ্চলের ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের জীবিকার (আয় এবং খাদ্য) জন্য নির্ভর করে কোনো একটি প াবনভূমিএবং তার উৎপাদনের উপর মাচ প্রকল্প বাংলাদেশের অন্যান্য সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্প থেকে আলাদা এ কারণে যে, ঐসব প্রকল্প কেবল মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে মাচ-এর লক্ষ্য হচ্ছে, সমস্ত প াবনভূমিসম্পদের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি করা বিশেষ করে মাছ সহ সকল জলজ প্রানী, গাছ ও বন্যপ্রানী অর্থাৎ সমস্ত প াবনভূমির সামগ্রীক প্রতিবেশের জন্য কাজ করা, (বিল- খাল এবং নিম্নাঞ্চল, মৌসুমি-প াবনভূমি,নদী ও ছরা, ঝর্ণা, পানিধারা), কেবল একটি জলাঞ্চলের জন্য নয় উপরন্ত, মাচ প্রকল্প চিহ্নিত করেছে যে, বেশিরভাগ জলাভূমির সমস্যাই হচ্ছে ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা এই পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক হচ্ছে যে, সহ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে, যেখানে স্থানীয় সরকারের সাথে জনগণের সহযোগীতার বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে যেহেতু মাছ আহরনের উপর চাপ কমানোর বিষয়টি জলাভূমির প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মাচ প্রকল্পে মৎস্যজীবি সহ গরীবদের জন্য বিকল্প আয়মূলক কর্মকাণ্ড চালু করা হয়েছে - যাতে তারা কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকতে পারে এর ফলে হ্রাস পাওয়া সম্পদ পুনঃরুদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে এখানে যারা উপকৃত হচ্ছে তাদের ৩০% এরও বেশী দরিদ্র মহিলা

অর্জিত শিক্ষা

সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান তৈরী করা

সমাজ ভিত্তিক সংগঠন গুলোর মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গুলোকে জলাভূমি এলাকার ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ক্ষমতায়ন এবং স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যাতে তারা জলাভূমি পুনরুদ্ধার করে তার ব্যবহার এবং উৎপাদন বাড়াতে পারে টেকসই জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মাচ্ কৌশলের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে আরএমও বা সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরী করা, যার প্রতিটিতে জলাভূমি এলাকার সকল জড়িত লোকদের (সম্পদব্যবহারকারীসহ) প্রতিনিধিত্ব আছে আরএমওগুলো (সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন) জলাভূমি রক্ষা এবং এ অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা চিহ্নিত জলাভূমি সম্পর্কিত সমস্যা দূর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে - যা তাদেরকে ঐ জলাভূমির ব্যবহারের নিয়মাবলী তৈরীতে এবং জলাভূমির আবাসকে বৃক্ষ রোপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজে সম্পৃক্ত করছে

দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন ও সামর্থ সৃষ্টি

জলাভূমির বহুমুখী সম্পদের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত ব্যক্তি সমষ্টি এই সম্পদ তাদের আয় ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে ব্যবহার করে থাকে মাচ্ কৌশলগত ভাবে জলাভূমি অঞ্চলের সমস্ত ধনী ও গরীব এবং প্রভাবশালী ও অধঃস্তন অধিবাসীদের সম্পৃক্ত করেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং তারাই নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে এজন্য কখনো কখনো গরীবদের মতামত নিশ্চিত করা এবং তাদের ভোগকরার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে মাচ এসব চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে সমর্থ হয়েছে ঃ

মূল বার্তা

সমাজের রয়েছে জটিল কাঠামো সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলি প্রভাবশালীদের দ্বারা সম্পদ সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা পেতে পারে, তবে তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে হবে তারা দরিদ্রদের ক্ষতি সাধন করে সম্পদসমূহের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে এ ক্ষেত্রে একটি সুশাসন ও স্পষ্ট জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা উচিত যার ম্যাধমে আরএমওতে প্রভাবশালীদের আধিপত্য রোধ করা যায় ও সম্পদ সমূহ তাদের দখল মুক্ত রাখা যায়

- সমাজভিত্তিক সংগঠন -যা সবার জন্য উন্মুক্ত, তাতে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল নির্বাহী কমিটিতে যোগ দিতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পদসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণে তাদের সামাজিক মর্যাদা, অবস্থান এবং ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত করতে পারে ধনী, গরীব অথবা প্রভাবশালী মহল কাউকে বাদ দেয়া যাবে না
- সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব নয় অধিকাংশ লোকের (যারা গরীব) দরকষাকষি করার ক্ষমতা নেই এবং তারা অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় মাচ্ তাদেরকে এসব অধিকার ও ক্ষমতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে যেমন; প্রশিক্ষণ, পথ নাটক, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় সরকার কমিটিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে উপরন্তু মাচ্ গরীব জনগোষ্ঠীকে সম্পদ ব্যবহারকারী দল গড়ে তুলতে সহায়তা করে যার মধ্যে রয়েছে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী (capacity building programs) এবং তাদের প্রতিনিধিদের আরএমওতে ভূক্ত করার সুযোগ
- আরএমওতে দরিদ্র ব্যক্তিদের থেকে সম্পদ ব্যবহারকারীর সংখ্যা অধিক প্রয়োজন যেন সিদ্ধান্তসমূহ দরিদ্রদের পক্ষে যায় ২০০৫ সালের মধ্যে আরএমওতে ৬০% দরিদ্র সম্পদ ব্যবহারকারী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়
- দরিদ্র অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ প্রয়োজন যেন তারা আরএমওতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে পারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং তাদের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে করে তারা স্থানীয় সংগঠনগুলিতে ভূমিকা রাখতে পারে
- আরএমওর কার্য পরিচালনা গঠনতান্ত্রিক (গোপন ব্যালট, বিভিন্ন পদের যোগ্যতা, নেতার ভূমিকা, সময়সীমা) ভিত্তিতে পরিচালিত হলে দরিদ্রশ্রেনীর অংশগ্রহনের সুযোগ থাকে
- মাছ ধরার মৌসুম যখন বন্ধ থাকে তখন বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম দরিদ্র জেলেদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে মাচ্ ২৫০০ ব্যক্তি ঘন্টা / দিন মাছ ধরার সময় কমিয়ে এনেছে যাতে করে সম্পদসমূহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়

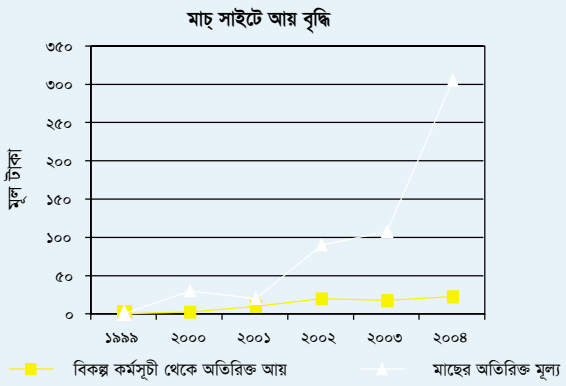

দুটো গরু নিয়ে গর্বিত মিলন বৈদ্য

মহিলাদের অংশগ্রহণ

আরএমওতে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট কোটা প্রতিষ্ঠা করা হলেও প্রতিষ্ঠানে ঢোকার সুযোগ এবং সম্পৃক্ত থাকা তাদের জন্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কঠিন হয়ে পড়ে মহিলারা মাছ ধরে না এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিবেচনায় আসে না যদিও তাদের জীবিকা এই সম্পদসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয় ২০০৫ সালের শেষে মাচ প্রকল্পে ৭টি আরএমওর সাধারণ পরিষদে প্রায় ২৫% মহিলা অন্তর্ভূক্ত করা হয়

সুশাসন নিশ্চিতকরণে উৎকৃষ্ট অনুশীলন

প্রকল্পের সহায়তায় আরএমও তৈরী হয়েছে জলাভূমির আশপাশের গ্রামগুলির সংশি ষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধিদের নিয়ে - যারা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে তাদের সময় ব্যয় করে

- সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য সমাধান সম্বন্ধে ঐক্যমত গড়ে তোলার জন্য এই প্রকল্প সমাজের সকল স্তরের জনগণকে (দরিদ্রশ্রেণীসহ) নিয়ে জন অংশগ্রহণমূলক কর্মপরিকল্পনা (PAPD:Participatory Action Plan Development) তৈরীর কর্মশালার আয়োজন করেছিল স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিকাশের সাথে সাথে এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তির দরকার হবে কারণ শুরুর PAPD গুলিতে সংশি ষ্ট আরএমওভুক্ত সকল গ্রাম ও এলাকা অন্তর্ভূক্ত করা যায়নি
- সাধারণ ঐক্যমত্য ও সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে উন্নয়নশীল ও আধুনিকীকরণের দ্বারা বিস্তারিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসমূহ সবসময় চলমান প্রক্রিয়াধীন হওয়া প্রয়োজন, এককালীন নয় পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচিত হতে হবে সামঞ্জস্য রেখে বাৎসরিক ভিত্তিতে জলাভূমি সম্পদ ইজারার বাংলা বৎসরের সাথে কার্যক্রমগুলি পরিবীক্ষণ হওয়া দরকার এবং সমাজে ব্যাপক ভাবে তার তথ্য পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন
- সম্পদ ব্যবহারকারীদের বক্তব্য শোনার জন্য এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে তাদেরকে অবগত করার জন্য সংগঠনসমূহের নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং সম্পদ ব্যবহারকারীদের বুঝতে হবে তারা তাদের নেতাদের কাছে কী আশা করতে পারেন
- সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে লোক নির্বাচনের জন্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনই সবচেয়ে সঠিক পন্থা

টেকসই হওয়া

- প্রকল্পের শুরু থেকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে টেকসই সংগঠন হওয়ার উপর জোর দিতে হবে
- আরএমও'র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারের স্বীকৃতি প্রয়োজন মাচ্ প্রকল্পের একটি আরএমও ছাড়া বাকী ১৫টি আরএমও সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে স্বতন্ত্র সংগঠন হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়েছে
- এ পর্যন্ত দশ বছর মেয়াদের জন্য জলমহলগুলি সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার (যদি কোনো প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত থাকে) জন্য সংরক্ষিত আছে কিন্তু তা নবায়নযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী ভোগদখল এবং জলমহলগুলিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে এই শর্তে যে, আরএমও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করবে
- ভাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা দরকার এবং আরএমও প্রতিনিধিদের রেকর্ড সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে আরএমও-এর বার্ষিক বাজেট তৈরীর ক্ষমতা থাকতে হবে যাতে করে তারা সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও সৎ ভাবে তহবিল সংগ্রহ (যেমন মাছ ধরার খরচ) ইত্যাদির হিসাব যেন তাদের সদস্য এবং পুরো এলাকার ব্যবহারকারীদের কাছে তুলে ধরতে

মূল বার্তা

সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) তৈরী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সিবিও এর কর্মকাণ্ড ও গ্রহণযোগ্যতার ওপরই জলাভূমির সম্পদ ব্যবস্থাপনার সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের সংশি ষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সভার আয়োজন করতে হবে যেন প্রত্যেক দল তাদের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে কথা বলতে পারে জনঅংশগ্রহণমূলক কর্মপরিকল্পনা (PAPD) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মতামত নিশ্চিত করতে পারে উন্নয়নের পুর্ণনিরীক্ষণ, ব্যর্থতা সনাক্তকরণ ও তার কারণ নির্ধারণ, সমাধান খোঁজা এবং উন্নত পরিকল্পনা তৈরীর জন্য এটি একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া

সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা আরএমওদের কাজের ভিত্তি

গরিবদের অনুকূল সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঃ মাছ ধরার অধিকার-

মাচ প্রকল্পের পূর্বে হাইল হাওড়ে ইজারা প্রাপ্ত জলমহলে মাছ ধরার অধিকার ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে বিক্রি করা হতো বর্তমানে ডুমুরিয়া আরএমও তাদের দায়িত্বভুক্ত অংশে মাছ ধরার অধিকার এমন ৩৫ জন মৎস্যজীবীকে প্রদান করেছে যারা ১০০ জন মৎস্যজীবীর প্রতিনিধিত্ব করে

পারে আরএমওর ভিতরে একটি স্বতন্ত্র নিরীক্ষা উপ-কমিটি এর স্বচ্ছতা ও দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে পারে

- প্রকল্প পরবর্তীকালে স্থানীয় সরকার বিশেষ করে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উচিত সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজে আরএমও-দের পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করা
- প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সামাজিক সংগঠনগুলির সামর্থ যাচাই করা উচিত এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত যাতে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করা যায়
- প্রকল্প শেষে আয়বিধায়ক তহবিল প্রকল্প কর্তৃক পরিচালিত কর্মকান্ড টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে সাধারণভাবে যখন কোনো প্রকল্প শেষ হয়ে যায়, তখন এর কার্যক্রম এবং সংগঠনগুলি মারাত্মকভাবে দূর্বল হয়ে পড়ে অথবা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সুবিধাদি ক্রমশ হ্রাস পায় সামাজিক সংগঠন এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে আয়বিধায়ক তহবিল গঠন করা হয়েছে এ তহবিল সরকারের অধীনে ন্যস্ত থাকবে কিন্তু সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলি বার্ষিক সুদের অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এ ব্যবস্থায় মূল টাকা কখনোই ব্যবহার করা যাবে না, কেবল সুদের টাকা কিছু অংশ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহার করা যাবে যা মূলত মিটিং তদারকী, প্রশিক্ষণ, মৎস্য আইন প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যাবে এবং বেশী অংশ আরএমওর জলাশয় ও আবাসভূমি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সহ সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে ব্যয় করা যাবে

সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কার্যকারিতা

জলাভূমি এলাকার সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য আরএমও তাদের নিজ এলাকার জন্য কিছু নিয়ম চালু করে ১৬টি আরএমও-ই ৪টি বা তার অধিক ব্যবস্থাপনাগত নিয়ম মেনে চলে, যার মধ্যে রয়েছে মাছ ধরার সময়, ধরার কৌশল, এবং অবকাঠামোগত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার পরিকল্পনার বিষয় এই সব নিয়মের ফলে মৎস্য সম্পদ আহরণ নিয়ন্ত্রীত আকারে হয়ে থাকে এবং তাতে মৎস্য সম্পদের পুনঃউৎপাদন হয়ে থাকে

আরএমওদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সবচেয়ে উলে খযোগ্য দিক হচ্ছে মাছের নিরাপত্তার জন্য মোট ৫৬টি অভয়াশ্রম স্থাপন এটি তাদের জলাভূমি এলাকায় কিছু জায়গা চিহ্নিত করে রাখতে সহায়তা করে যেখানে সারা বছর পানি থাকে এবং সমাজের লোকেরা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকে সেখানে শুকনা মৌসুমে মাছ থাকতে পারে এবং বর্ষা মৌসুমে প্রজননের মাধ্যমে তাদের সংখ্যা বাড়াতে পারে মাচ্ প্রকল্প অভয়াশ্রমে কৃত্রিম কাঠামো যেমন হেক্সাপড এবং পাইপ স্থাপন করে যাতে মাছ স্থায়ী আশ্রয় নিতে পারে মাছের স্থায়ী একটি আবাসস্থল প্রয়োজন যেখানে তাদের ধরা যাবে না, এই ব্যাপারে এলাকাবাসীর সমর্থন রয়েছে

অভয়াশ্রম সবচেয়ে ভাল ফল দেয় যখন দুমাস জলাভূমি এলাকায় কোনো মাছ ধরা হয় না আরএমও বর্ষার প্রারম্ভে (ডিম দেয়ার সময়) মাছ ধরতে দেয় না এবং সকল প্রকার ক্ষতিকারক মাছ ধরার পদ্ধতি যেমন পুরো পানি নিষ্কাষণ করে মাছ ধরা বন্ধ ঘোষণা করে এই ব্যবস্থাপনার ফলে মাচ্ প্রকল্প এলাকায় ঃ

- বিগত ২০০৪-০৫ সালে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ২-৫ গুন যেখানে প্রকল্পের আগে উৎপাদন ৫৮-১৭১ কেজি/প্রতি হেক্টরে হতো সেখানে বর্তমানে ৩১৫-৩৯০ কেজি/প্রতি হেক্টরে উৎপাদন হচ্ছে এবং বিলুপ্তপ্রায় ৮-১০টি মাছের প্রজাতি পূনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে
- আশ-পাশের লোকদের মধ্যে মাছ খাওয়া বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪০% (৩২-৪৫ গ্রাম/ব্যক্তি/প্রতিদিন)

অধিকন্তু মাচ্ প্রকল্প হাইল হাওর এলাকার পারিপার্শিক অবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করেছে উদাহরন স্বরূপ পাহাড়ের ঢালুতে আড়াআড়িভাবে আনারস চাষ চালু করে মাটির ক্ষয় রোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিশাল এলাকায় পুনরায় বনায়নের মাধ্যমে বন্য প্রাণীর আবাস গড়ে তোলা, মাটি সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্যতে সমাজের লোকদের আয় বাড়ে (৬ লক্ষের বেশি গাছ লাগানো হয়েছে) এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়

মূল বার্তা

তথ্য প্রমাণ করে যে, শুকনো মৌসুমে প্রজননক্ষম মাছের জন্য অভয়াশ্রম তৈরী করলে তা দীর্ঘ মেয়াদে মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিরাট সফলতা নিয়ে আসে যা বর্ষা মৌসুমে অনেক মাছের প্রজনন ঘটায় ও অন্যান্য জলজ সম্পদের সংরক্ষণ করে যাই হোক, নিরাপদ আশ্রয় তৈরীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে গণ সংগঠনগুলো

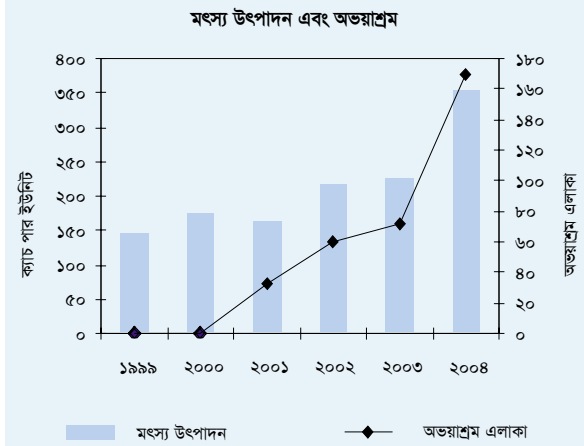

তুরাগ বংশী নদীতে আরএমও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অভয়াশ্রম

সহ-ব্যবস্থাপনা, সংযোগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন

স্থানীয় পর্যায়ের সকল উন্নয়নে স্থানীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা-সত্ত্বেও অনেক সময় বিভিন্ন প্রকল্প স্থানীয় সরকারের (ইউনিয়ন পরিষদ) বা প্রশাসনের (উপজেলা) সাথে তেমন সম্পর্ক গড়ে তোলে না সাধারণতঃ উপজেলার সাথে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং সচরাচর তারা সাধারণ মানুষের চাহিদা বা সমস্যা সম্পর্কে তেমন জানেও না

মাচ্ প্রকল্প আরএমও এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করেছে এখানে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ এবং সংশি ষ্টবিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা উপজেলা প্রশাসনে রয়েছেন তাদের মধ্যে একটি সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং এর ফলে আরএমও এর অস্তিত্বও আরো জোরালো হয়েছে

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংশি ষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে, বিশেষকরে, সম্পদ ব্যবহারকারী ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয় এই ব্যবস্থায় সাধারণতঃ ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্ব সরকারের কাছ থেকে স্থানীয় জনগণকে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয় মাচের অভিজ্ঞতায় এটি সবচেয়ে ভালো ভাবে অর্জিত হয় তখনই যখনঃ

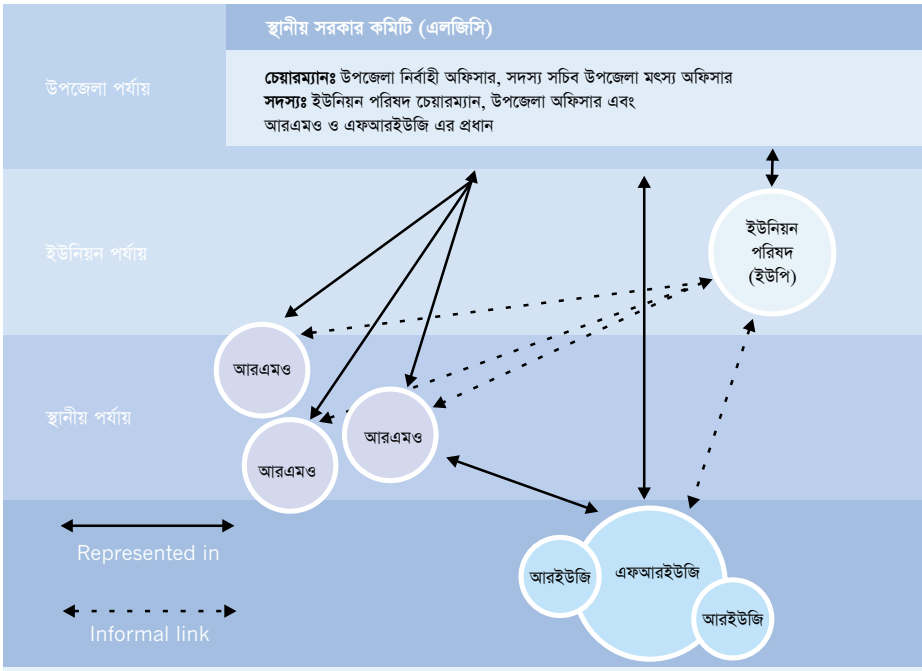

মাচের অন্তর্ভূক্ত সমাজ ভিত্তিকসহ ব্যবস্থানপনা পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক কাঠামো

মূল বার্তা

সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সংগঠনগুলোর সাথেস্থানীয় প্রশাসনের কার্যকর সম্পর্ক সৃষ্টি করা একান্ত জরুরী মাচ্ এ ধরনের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছে দেখা গেছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উপজেলা প্রশাসন দ্বন্দ্ব কালীন সময়ে মধ্যস্থতা কারী হিসেবে কাজ করে

- আরএমওকে একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকার রেজিস্ট্রেশন-এর মাধ্যমে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবংগ্রহণ করে নিচ্ছে
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তির মাধ্যমে জলাভূমিতে (জলমহালে) গরীব লোকদের দীর্ঘমেয়াদী ভোগের সুযোগ নিশ্চিত করা যেন তা আরএমওদের ব্যবস্থাপনার জন্য সংরক্ষিত থাকে
- আরএমও-এর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দ্বারা স্বীকৃতি পাওয়া
- সংশি ষ্টইউনিয়ন পরিষদ আরএমওকে তাদের সভায় আমন্ত্রণ করলে আরএমও প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে তথ্যাদি উপস্থাপন করতে পারেন এবং ইউপি চেয়ারম্যান আরএমওর উপদেষ্টা হিসাবে কাজে সম্পৃক্ত থাকলে ভালো ফল পাওয়া যায়
- উপজেলা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি তৈরী করা যেতে পারে (মাচ্ প্রকল্পে যা স্থানীয় সরকার কমিটি হিসাবে পরিচিত এবং পরে তা উপজেলা ফিশারিজ- কমিটি হয়েছে) - যে কমিটিতে আরএমও, ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলার সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের অন্তর্ভূক্ত করার সুযোগ থাকে
- নেটওয়াকিং এর মাধ্যমে আরএমওদের মধ্যে তথ্য বিনিময়কে উৎসাহিত করা যাতে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজে তারা একে অন্যের/ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে একটি উপজেলার আরএমওরা একে অপরের সাথে দেখা করা এবং সহযোগিতা করা উচিত্ব মাচ্ প্রকল্প ও ৪র্থ মৎস্য প্রকল্প একত্রে মিলে তাদের সংগঠণগুলো (কর্মশালা এবং শিক্ষা সফর বিনিময়) যাতে তাদের মধ্যে মত বিনিময় করতে পারে সেই ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে

মৎস্যজীবিরা হাইল হাওড়ে মাছ ধরছে

দ্বন্দ্ব নিরসনে আরএমও ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতা এবং সম্পর্কের ভূমিকা

কালিয়াকৈরে তুরাগ-বংশী এলাকায় বাইরের অনেক লোক বছরের একদিন উৎসবের মতো করে মাছ ধরে যাকে তারা বলে জিনি বা বাউত্ব তারা দুটি বন্যা উপদ্রুত এলাকায় তথা মকেশ এবং আলুয়া বিল এলাকায় মাছ ধরে ২০০৫ সালে সমস্ত আরএমও স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নিয়ে সে-সব লোকদেরকে অভয়াশ্রম থেকে মাছ না ধরার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়

নীতিমালাগত সুপারিশ

মাচ্ তিনটি বড় জলাশয়ে সফলভাবে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছে এখন প্রশ্ন হলোঃ এ শিক্ষনীয় বিষয়গুলো কীভাবে ৪ মিলিয়ন হেক্টর প াবনভূমিতে এবং ১২,০০০ মৌসুমী জলমহালের মধ্যে সম্প্রসারিত করা যায় মাচ্ কর্তৃক সৃষ্টি অনুশীলনগুলির বেশীর ভাগই মৎস্য অধিদপ্তর তাদের "অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক কৌশলে অন্তর্ভূক্ত করেছে সেটিকে আরো গতিময় করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ তৈরী করা হয়েছে ঃ

১. জলমহালগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী লিজ দিতে হবে যেন সমাজ ভিত্তিক সংগঠনগুলোর ব্যবস্থাপনার অধিকার নিশ্চিত হয় সেই সব সংগঠনের জন্য এটি বিশেষ করে প্রয়োজন যাদের যথাযথ স্বীকৃতি রয়েছে, সমাজভিত্তিক নিয়ম রয়েছে, নিয়মগুলি মেনে চলে, জড়িত দরিদ্র ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পদের উপর ন্যায্য অধিকার রয়েছে, আত্নমূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও স্বচ্ছ হিসাব রয়েছে, দরিদ্র মৎস্যজীবীদের নির্বিঘ্নে প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা আছে এবং বিদ্যমান সম্পদের উন্নয়ন ঘটে

২. স্থানীয় সরকারের সহযোগিতা ও সেবা পাওয়ার জন্য সামাজিক সংগঠনগুলোর দৃঢ় সমন্বয় ও সামর্থ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং এজন্য স্থানীয় সরকারকে সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনার সাথে পুনরায় পরিচিত করাতে হবে যেন যে কোনো পরিস্থিতিতে তারা সামাজিক সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা করে একই সাথে স্থানীয় সরকারকে তাদের কাজের জন্য এলাকাবাসীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে

৩. সহ-ব্যবস্থাপনাকে উপজেলা ফিশারীজ কমিটির মাধ্যমে বিস্তৃত ও নিয়মিতকরণ করতে হবে যার মধ্যে সম্পৃক্ত থাকবে সংগঠনের প্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার এবং উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণ তাদের হাতে ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহনের দায়িত্ব ও পরিচালনা ছেড়ে দেয়া উচিত

৪. প্রতিবেশ ভিত্তিক (Ecosystem) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন করে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনাকে সকল জলাভূমির মাঝে বিস্তৃতি ঘটাতে হবে এটি বিচ্ছিন্ন ভাবে জলাভূমির ব্যবস্থাপনা বা শুধুমাত্র মৎস্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার তুলনায় শ্রেয়

৫. সমাজভিত্তিক সংগঠন গঠনের উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন যার মাধ্যমে তারা জলাভূমি ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা করতে পারবে

৬. সমাজ ভিত্তিক সংগঠনগুলো কর্মকাণ্ড নিয়মিত যাচাই করার জন্য মানদন্ড ঠিক করতে হবে স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় লোকজন একত্রে তা নিয়মিত ভাবে করতে পারে

৭. সমাজ সংগঠনদের মধ্যে নিয়মিত জ্ঞান বিনিময় ও সমন্বয় সাধনের জন্য নেটওয়ার্কিং বাড়াতে হবে এবং সংশি ষ্টসরকারী প্রতিষ্ঠানকে জড়িত করতে হবে জলাভূমির উত্তম ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প এবং অন্যান্য সংস্থা সমাজ ভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে এই সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের নিজেদের সাথে এবং সরকারের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে

৮. সরকারকে স্থায়ী অভয়াশ্রমগুলি থেকে রাজস্ব গ্রহণ বন্ধ করতে হবে যেন এখানকার কমিউনিটি জলাভূমির সম্পদসমূহ সংরক্ষন নিশ্চিত করতে পারে এই অভয়াশ্রমগুলির জন্য একটি আইনসঙ্গত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং স্থানীয় সংগঠনের সাথে সরকারের একটি চুক্তিতে আসতে হবে

৯. সংগঠনকে টেকসই করার জন্য যেখানে সম্ভব সেখানে আয়বিধায়ক তহবিল গঠন করতে হবে যাতে করে সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সংগঠনগুলি উপকৃত হয় এবং অভয়াশ্রমের সংরক্ষনের কাজ চালিয়ে যেতে পারে এই পদ্ধতি বিশেষ করে সেই সকল অভয়াশ্রমে প্রযোজ্য যার দ্বারা আশেপাশের আরো অনেক জলাভূমি ও কমিউনিটি উপকৃত হচ্ছে

ভবিষ্যৎ ঝুঁকিসমূহ

জলজ সম্পদসমূহের সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনার বেশ উন্নতির পরও মাচ্-এর এই পদ্ধতিগুলি সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ঝুঁকি লক্ষ্য করা যায়ঃ

- সংগঠনগুলির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা
- দরিদ্র মৎস্যজীবীদের দ্বারা জলাভূমির নিয়ন্ত্রণ ও ভবিষ্যতে মাছ ধরার অধিকার নিশ্চিত করা
- অভয়াশ্রমগুলির আইন সঙ্গত ভাবে সুরক্ষা
- ইজারার সময় বর্ধিত করা
- ব্যাপকভাবে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির বিস্তার ঘটানো
- জড়িত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা
- দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য পদ্ধতি তৈরী করা
- স্থানীয় সমাজের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে সংগঠনগুলোকে পুর্নগঠিত করা যেন তারা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত অংশগ্রহনের মাধ্যমে স্থনীয় কমিউনিটিকে সাহায্য করতে পারে
- সহায়তা প্রদানকারী হিসাবে এনজিওদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা কী হবে তা নির্দিষ্ট করা
- স্থানীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক আরো জোড়ালো করা এটি স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত করা

SOURCES

DOF (2006) Inland Capture Fisheries Strategy. Department of Fisheries, Dhaka.
Halder, S. and P. Thompson (2006) Community based co-management: a solution to wetland degradation in Bangladesh, MACH Technical Paper 1. Management of Aquatic Ecosystem through Community Husbandry, Winrock International, Dhaka. pp 24.
IIRR (2001) Utilizing different aquatic resources for livelihoods in Asia. International Institute of Rural Reconstruction, Cavite, Philippines.
MACH (2005) MACH-II Annual Report. Management of Aquatic Ecosystem through Community Husbandry, Winrock International, Dhaka.
MACH (2005) Local Governance and Empowerment of the Poor for Improved Wetland Management in Bangladesh. Management of Aquatic Ecosystem through Community Husbandry, Winrock International, Dhaka.

রচনা: ড: পারভিন সুলতানা | **সম্পাদনা:** ড: পল থমপসন, এরিন হুজ ও মাসুদ সিদ্দিকী | **সমন্বয়:** এষা হোসেন | **ভাষান্তর:** ডঃ খুরশীদ আলম ও শচীন্দ্র হালদার

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
মাচ্ হেডকোয়ার্টার, বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬, URL: www.machban.org

DESIGN: www.intentdesign.net